Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 55
July–September, 2018

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন: প্রেক্ষিত ইসলামী শরীয়াহ

Human Organ transplantation: Islamic Law Perspective

Mohammad Maseehur Rahman*

ABSTRACT

Medical improvements have been among the major contributions of civilizational progress. Incredible developments can be seen in every aspect of medical science. This article has been written to discuss the Shar'ī perspectives of organ transplantation or replacement required for living when an organ becomes damaged or stops working in the human body. In modern medicine, during organ transplantation, three types - metal based prosthetic organs, animal organs and organs from other humans are used. The article will look at these three types of organ transplantations from the light of the view of the Islamic Sharī'ah. The methods followed are descriptive and research based. The focus is on the fact that human beings are accorded the highest dignity, and hence their needs have been given the utmost priority and importance. In this light, when organ transplantation is a necessity, the shariah allows it with certain rules and conditions, such that no life is harmed in the process.

Keywords: Organ transplantation, Medical Science, Islamic Law, Humanity, Human Dignity.

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার উৎকর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর প্রতিটি বিভাগ, শাখা-প্রশাখায় এসেছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন তেমনই একটি বিষয়। কোনো মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট হয়ে গেলে বেঁচে থাকার তাগিদে বিকল্প অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা সংযোজন করার শরয়ী বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ধাতববস্তু থেকে প্রস্তুত কৃত্রিম অঙ্গ, প্রাণীর অঙ্গ ও অন্য মানুষের অঙ্গ- এ তিন ধরনের অঙ্গের আশ্রয় নেয়া হয়। প্রবন্ধে তাই ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত তিন ধরনের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিধান আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা শৈলীতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছে বিধায় তার সব ধরনের প্রয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কেউ যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের মুখাপেক্ষী হয় তবে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছে, যাতে অবলম্বন থাকা সত্ত্বেও কোন মানুষের জীবন বিপন্ন না হয়।

মূলশব্দ: অঙ্গ প্রতিস্থাপন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলামী শরীয়া, মানবিকতা, মানবমর্যাদা।

* Dr. Mohammad Maseehur Rahman is an Associate Professor and Head of the department of Arabic, Aliah University, Kolkata, India. email: maseehur@gmail.com

ভূমিকা

মানবদেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে বা বিনষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষে জীবনাবসান অবধারিত হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীর্ঘ গবেষণা এবং চিকিৎসকদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এমন জটিল সমস্যার সমাধান উদ্ভাবিত হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমত হাড়, দাঁত এবং কর্ণিয়াতে সফলতা আসে। পরবর্তীতে কিডনী, হার্ট, ফুসফুস, লিভারসহ আরও কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে সফলতা আসে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগান ও সংযোজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন আইনও অনুমোদিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপনের প্রযুক্তি ক্লোনকৃত কৃত্রিম অঙ্গও প্রযুক্তিভিত্তিক হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সামাজিক চাহিদার আলোকে প্রচলিত আইনে নতুন সংযোজন ও বিয়োজন ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। সর্বক্ষেত্রে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন ও সংযোজনের সাহায্যে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এই প্রতিস্থাপন, সংযোজন ও সংস্থাপনের বিধানের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা ও মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, অসংখ্য ফাতওয়া এমনকি অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালে "ইসলামী আইনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" (Hoque 2012) ও "মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও সংযোজন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি" (Habibur Rahman 2013) শিরোনামে দুটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব রচনায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। তবে কেউ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ধরনগুলো একত্রিত করে তার ব্যাখ্যা ও বিধান আলোচনা করেননি। অত্র প্রবন্ধটিতে পৃথক পৃথকভাবে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন ধরন

ও তার বিধান আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং প্রসংগক্রমে বিধান সম্পর্কিত মূলনীতি ও শর্তাবলিও তুলে ধরা হয়েছে।

মানব অঙ্গের প্রতিস্থাপন ও সংযোজনের ধরন

নিম্নের তিনটি পদ্ধতিতে মানব অঙ্গের প্রতিস্থাপন ও সংযোজন হয়ে থাকে

১. কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন;

২. মানবদেহে অন্য প্রাণীর অঙ্গ প্রতিস্থাপন;

৩. মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন।

এ ধরনগুলোর ব্যাখ্যা ও এর শরয়ী বিধান বর্ণনার পূর্বে শরীয়াতের কয়েকটি চিরন্তন নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

এক: মানব মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাকে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জগতের সব কিছু মানুষের সেবার নিমিত্তে তার আয়ত্তাধীন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۞

আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিযক দিয়েছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (Al-Qurān, 17:70)।

আল্লাহ মানুষকে সুনিপুণভাবে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা থেকেও তাদের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۞

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দর গঠন ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি (Al-Qurān, 95:4)।

মানুষকে প্রদত্ত এ সম্মান ও মর্যাদা শুধু তার জীবিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার মৃত্যুর পরেও তার মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, মুসলমান হলে তার জন্য দু'আ করা এবং দাফন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তার মৃতদেহ অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার না হয়।

রসূলুল্লাহ স. মৃত অবস্থায় মানুষের অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন। ইহুদীরা রসূলের স. ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তিনি একদা এক ইহুদীর লাশের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তার প্রতি সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক সাহাবী

আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললন, এটা ইহুদীর মৃতদেহ। রাসূলুল্লাহ স. উত্তর দিলেন, এটা কি মানবাত্মা নয়? (Al-Bukhārī 1987, 1312)[১]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ স. মৃতদেহের হাড় ভাঁঙ্গতে নিষেধ করেছেন। একদা কবর খননের সময় কিছু হাড় পাওয়া গেলে খননকারী তা ভাঙ্গতে চাইলে তিনি বলেন,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

এগুলো ভেঁঙ্গে ফেলো না, মৃত অবস্থায় তা ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার অনুরূপ (Abū Daūd 1420H,)।

দুই: জীবনরক্ষা শরীয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ যেসব উদ্দেশ্যে ইসলামী বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন তাকে মাকাসিদুশ শরীয়াহ বা ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলা হয়। ইসলামী শরীয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে জীবন রক্ষা (হিফজুন নফস) অন্যতম। এ কারণে ভ্রুণ থেকে নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে মানবজীবন রক্ষা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। বরং জীবন রক্ষার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে অবৈধ বিষয় গ্রহণ করা হলে তা বৈধতায় রূপ নেয়। শরীয়াতের স্বীকৃত নীতি হলো,

الضرورات تبيح المحظورات.

আবশ্যকীয়তা নিষিদ্ধ বস্তুর বৈধতা দেয়।

এ নীতিটি পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে নিঃসরিত। মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া কারও নামে যবাই করা জন্তুর গোশত হারাম ঘোষণার পর আল্লাহ বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۞

যে ব্যক্তি চরম ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে (জান বাঁচানোর জন্য এসব হারাম জিনিস খায়) ইচ্ছাকৃত গোনাহের দিকে না গিয়ে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খেলে) অবশ্যই আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (Al-Qurān, 2:173)।

একইভাবে জীবন রক্ষার জন্য হত্যা, আত্মহত্যা ও জীবনহানীকর সব অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۞

---

১. عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا . فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. فَقَالَ « أَلَيْسَتْ نَفْسًا

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই (Al-Qurān, 17:33)।

তিন: মানবদেহের মালিকানা আল্লাহর

ইসলাম মানুষের দেহকে আল্লাহর মালিকানাধীন বলে ঘোষণা দেয়। এ কারণে নিজের দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার কার্যকলাপ মানুষের উপর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۞

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে অন্যায় ভাবে তা করবে আমি তাকে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর এটা আল্লাহর জন্য সহজ (Al-Qurān, 4:29-30)।

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এ কারণে যে, ব্যক্তি তার দেহ ও জীবনের মালিক নয়; বরং এর মালিক আল্লাহ। কেননা তিনিই এর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী।

একই কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۞

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিও না। তোমরা সৎকাজ করো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন (Al-Qurān, 2:195)।

রাসূলুল্লাহ স.ও বিভিন্ন ভাষায় মানুষকে নিজের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ, ধ্বংস এবং হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

যে পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামী হবে; যে বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে সে হাতে বিষ নিয়ে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে; যে লোহাখণ্ড দিয়ে আত্মহত্যা করবে সে উক্ত লোহাখণ্ড হাতে নিয়ে পেটে গুতা খেতে খেতে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে (Al-Bukhārī, 5778; Muslim, 109)।

চার: সহজিকরণ আল্লাহর বিধান

কাঠিন্য দূরীভূত করে সহজ ও সরলতার উপরে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এটা পূর্বের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্যরেখাটা অংকন করে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের জন্য ইসলামী শরীয়তকে সহজ-সরল, সহনশীল ও পালনের উপযোগী করা হয়েছে। রাসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۞

আর তিনি তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করেন (Al-Qurān, 8:157)।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে শেষ নবী স. দ্বারা প্রেরিত বিধানে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে সহজ ও সরলতার ইঙ্গিত বহন করে। কেননা মহান আল্লাহ বান্দার উপর এমন কিছু বোঝা অর্পণ করেন না, যা সে বহন করতে অপারগ হয়। কুরআন-হাদীস অনুধাবন ও অনুসন্ধান করে ফকীহগণ যে নিয়মাবলি প্রবর্তন করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য ইসলামকে উন্নতশীল সমাজের উপযোগী করা। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۞

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না (Al-Qurān, 2:185)।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۞

দয়াময় প্রভু তোমাদের উপর (তার নির্দেশাবলী) কঠিন করতে চান না। কেননা তিনি মানুষকে দুর্বল প্রকৃতির সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 4:28)।

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ۞

আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্টের বোঝা অর্পণ করতে চান না (Al-Qurān, 5:6)।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۞

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না (Al-Qurān, 2:286)।

অতএব, ইসলাম সর্বদা সহজিকরণ কামনা করে। আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত বোঝা ন্যস্ত করেন না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ এই উম্মতের জন্য সহজটাকেই পছন্দ করেন এবং কাঠিন্যকে অপছন্দ করেন।

পাঁচ : রোগীর সেবা একটি নির্দেশিত বিষয়

ইসলাম রোগীর সেবা ও তার প্রয়োজন পূরণকে একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। রাসূলুল্লাহ স. আর্ত-পীড়িতদের সেবা-যত্নের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি কারও অসুস্থতার সংবাদ পেলে সেবার জন্য হাজির হতেন। এক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি অসুস্থ ইয়াহুদীরও সেবা করতেন (Al-Bukhārī 1987, 1217)।[২] রাসূলুল্লাহ স. অসুস্থদের সেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ.

তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, পীড়িতের সেবা কর এবং কয়েদির মুক্তির ব্যবস্থা কর (Al-Bukhārī 1987, 1752)

তিনি আরও বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا، بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

যে ব্যক্তি অজু করে নেকী লাভের উদ্দেশ্যে তার কোন পীড়িত মুসলমান ভাইকে দেখতে বা সেবা করতে যায়, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের দূরত্বে অবস্থান করে (Abu Dāūd , 859)।

রাসূলুল্লাহ স. অসুস্থ রোগীর সেবা প্রদানকে আল্লাহ তাআলার সেবা প্রদান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ يَا رَبِّ: وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ؟ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

কিয়ামতের দিন আল্লাহ বনী আদমকে লক্ষ করে বলবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। আদম সন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক, আমি কিভাবে আপনার সেবা করবো? তিনি বলবেন, তুমি

[২]. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى اللَّه علَيْه و سلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ- صلى اللَّه علَيْه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ: أَسْلِمْ ".فَأَسْلَمَ

কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অথচ তুমি তার সেবা করনি? তুমি যদি তার সেবা করতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক, আমি কিভাবে আপনাকে আহার করাবো? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাবো? তিনি বলবেন, আমার এক বান্দাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে আমাকে তোমার কাছে পেতে (Muslim , 1765)।

রোগী দেখতে গেলে রাসূলুল্লাহ স. সান্ত্বনা দিতেন ও মনে সাহস যোগাতেন। তিনি বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

কোন মুসলিম যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা কোন কষ্ট-ক্লেশে পড়ে, তখন তার পাপরাশি এভাবে ঝরে যায় যেমন শীত ঋতুতে বৃক্ষপত্র ঝরে যায় (Al-Bukhārī 1987, 1214)।

এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, রোগীর সেবা করার জন্য ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। তার রোগমুক্তির জন্য সম্ভাব্য সব করণীয় আঞ্জাম দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টিও এ সাধারণ বিধানের আওতাভুক্ত।

ইসলামের এসব চিরন্তন নীতি সামনে রেখে উপরিউক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ধরনগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন

কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ব্যবস্থা আধুনিক প্রযুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রযুক্তিতে মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন ধাতব তৈরি কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা হয়। কৃত্রিম হাত-পা, দুর্বল হৃৎপিণ্ডে পেস্ ম্যাকার, কানে হিয়ারিং সাপোর্টার ধাতব তৈরি এসব কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। বরং আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয়েছেন। কুয়েত থেকে প্রকাশিত আল-ফুরকান পত্রিকার সম্পাদক ও কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদের প্রফেসর ড. বাস্সাম শাত্তী বলেন:

وأما الأعضاء البلاستيكية أو القطع الصناعية فلا حرج فيها إذا كان ذلك نافعا للإنسان، ولا أعرف عالما تردد في ذلك.

প্লাস্টিক বা কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন যদি মানুষের জন্য উপকারী হয় তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। আমার জানা মতে, কোন আলিম এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেননি (Multaqa Fiqhī 2013)।

চিকিৎসা হিসেবে টাকপড়া স্থানে চুল প্রতিস্থাপন সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন রহ. এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

نعم، يجوز؛ لأن هذا من باب ردّ ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب.

হ্যাঁ, এটি বৈধ হবে, কেননা এটা আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা ফিরিয়ে আনার পর্যায়ভুক্ত; একইভাবে তা ত্রুটিমুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। যা রূপচর্চা বা আল্লাহর সৃষ্টির ওপর অতিরিক্ত কোন কিছু করার আওতামুক্ত। অতএব তা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং হ্রাস হয়ে যাওয়া বিষয় ফিরিয়ে আনা ও ত্রুটি দূরীকরণের পর্যায়ভুক্ত (Al-Jarīsī 1999, 1185)।

কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের একমত হওয়ার কারণ সম্ভবত এ সম্পর্কে হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান থাকা। বিশিষ্ট সাহাবী আরফাজাহ ইবন আস'আদ রা. বলেন:

أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب.

জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধের দিন আমার নাক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় আমি রৌপ্যের (কৃত্রিম) নাক গ্রহণ করি, কিন্তু তাতে আমার শরীরে পঁচন ধরে তখন রাসূলুল্লাহ স. আমাকে স্বর্ণের নাক পরার নির্দেশ প্রদান করেন (Abū Dāūd 1420H, 461, 4232; Al-Tirmidī 1417H, 410, 1770; Al-Nasāyī 1420H, 527, 5161)।

একইভাবে আলিমগণ থেকে স্বর্ণের দাঁত বাধানোর বৈধতা বর্ণিত হয়েছে (Al-Tirmidī 1417H, 410, 1770)।[৩] যা থেকে প্রমাণিত হয়, প্রয়োজনে মানবদেহে

[৩]. ইমাম তিরমিজী উপরিউক্ত হাদীসের টীকায় বলেন, وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا اسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم ইমাম আবু দাউদ যে পরিচ্ছেদে আরফাজাহ রা.-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম দিয়েছেন باب ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب বা দাঁত স্বর্ণে বেষ্টিত করা শীর্ষক পরিচ্ছেদ।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা বৈধ। এমনকি পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনে স্বর্ণের তৈরি কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার অনুমোদনও রয়েছে।

২. অন্য প্রাণীর অঙ্গ মানবদেহে প্রতিস্থাপন

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে। মানুষের সমস্যাপূর্ণ অঙ্গে অন্য প্রাণীর অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯৮২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার একদল শৈল্যবিদ ত্রুটিপূর্ণ হৃদযন্ত্র নিয়ে জন্ম নেয়া একটি শিশুর ওপর এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং বানরের হৃদযন্ত্র তার দেহে প্রতিস্থাপন করেন। অবশ্য বানারের হৃদযন্ত্র নিয়ে শিশুটি মাত্র তিন সপ্তাহ বেঁচে ছিল (Busahiyyah 2016, 174)।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য প্রাণীর অঙ্গ মানবদেহে প্রতিস্থাপনের বিধানের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি জড়িত তা হলো, মৃত প্রাণী থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান কী? কেননা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বদায় মৃত হিসেবে গণ্য। এমনকি কোন জীবিত পশু থেকে তার একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ কর্তন করা হলে কর্তিত অংশটি মৃত হিসেবে ধতর্ব্য হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.

জীবিত পশুর কর্তিত অংশ মৃত (Al-Tirmidī 1417H, 351, 1480)।

অতএব প্রতিস্থাপনের জন্য গৃহীত জীবিত বা মৃত উভয় ধরনের পশুর অঙ্গ মৃত হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় মৃত প্রাণী থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান আলোচনার দাবি রাখে।

মৃত প্রাণী ভক্ষণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۝

তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকর ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু; তবে যে ব্যক্তি চরম ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে (জান বাঁচানোর জন্য এসব হারাম জিনিস খায়) ইচ্ছাকৃত গোনাহের দিকে না গিয়ে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খেলে) অবশ্যই আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (Al-Qurān, 2:173)।

মৃত প্রাণী থেকে আবার মাছ ও ফড়িং এর বিধান ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد.

আমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী বৈধ করা হয়েছে, মাছ ও ফড়িং (Ibn Mājah 3218)।

মাছ ও ফড়িং ব্যতীত অন্য মৃত প্রাণী থেকে খাওয়া ও পান করা ছাড়া অন্যভাবে উপকৃত হওয়ার বিধান নিয়ে পূর্বসূরী ফকীহগণ আলোচনা করেছেন। এর বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম: মৃত প্রাণী থেকে কোন প্রকার উপকার ভোগ করা যাবে না। এটি মালিকীগণের প্রসিদ্ধ মত (Al-Hattāb 1995, 1/59; Al-Dusūqī ND, 1/60); শাফিয়ীগণের বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত (Al-Nawawī 1991, 2/66) এবং হাম্বলী মাযহাবের অভিমত, ইমাম আহমদ রহ. থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে (Al-Mardāwī 1377H, 4/283, al-Bahūtī 1402H, 3/156)। তাঁরা মনে করেন, মৃত প্রাণী সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের বিধান ভক্ষণের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, এ থেকে যেকোন ধরনের উপকার গ্রহণও নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়: মৃত কুকুর ও শূকরের কোন অঙ্গ থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে না। অন্যান্য মৃত প্রাণী থেকে উপকার গ্রহণ করাতে সমস্যা নেই। এটি শাফিয়ী মাযহাবের মত। এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ীর উক্তি রয়েছে (Al-Nawawī 1991, 2/66)। তাঁদের মতে শূকর ও কুকুরকে বিশেষভাবে পৃথক করার কারণ, মহান আল্লাহ সামগ্রিকভাবে সকল মৃতপ্রাণী উল্লেখ করার পর আবার স্পষ্টভাবে শূকরের কথা বলেছেন; অন্যদিকে কুকুর নাপাক হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে ঘোষণা এসেছে।

তৃতীয়: মৃত প্রাণী থেকে উপকার ভোগ করা বৈধ। এটি হানাফী (Al-Kāsānī ND, 1/63 & 5/57; Ibn al-Humām 1415H, 6/425; Ibn Nujaim 2002, 1/106) ও যাহেরী মাযহাবের মত। ইমাম আহমদ থেকে এ জাতীয় একটি মত (Al-Mardāwī 1377H, 4/283) বর্ণিত রয়েছে, ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (Muhammad 2000, 4/126)। তাঁরা মনে করেন, কুরআনের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ভক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া হাদীসে মৃত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে উপকার গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ স. একটি মৃত ছাগীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করা অবস্থায় বলেন,

ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

যদি এর মালিক এর চামড়া থেকে উপকৃত হত তাতে দোষের কিছু ছিল না (Al-Bukhārī 1987, 5212)।

তৃতীয় মতটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কল্যাণকর ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার দাবি রাখে। এর ভিত্তিতে মৃত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে উপকৃত হওয়া বৈধ।

এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে সমসাময়িক আলিমগণ মৃত প্রাণীর অংশ মানবদেহে প্রতিস্থাপন বৈধ হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করেছেন। এমনকি একে মানবদেহে অন্য

জীবিত বা মৃত মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের চেয়ে অগ্রগণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৪০৫ হিজরীর ২৮ রবিউস সানী থেকে ৭ জুমাদাল উলা তারিখে মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবিতাতুল আলাম আল-ইসলামীর অধিভুক্ত ফিকহ একাডেমির ৮ম অধিবেশনের ১নং সিদ্ধান্তে দেখা যায়, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে প্রাণীর অঙ্গ মানবদেহে প্রতিস্থাপনের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে:

أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكي مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

নিরুপায় মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য আহার বৈধ ও যবেহকৃত প্রাণীর অঙ্গ সাধারণভাবে গ্রহণ করা যাবে; আবার যবেহকৃত বা বৈধ নয় এমন প্রাণীর অঙ্গ জরুরী অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে (Rābita ND, 170)।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবদেহে অন্য প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে কোন অসুবিধা নেই।

৩. মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন

মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন তিন ভাবে হতে পারে:

ক. নিজের শরীরের কোন অঙ্গ অন্যত্র প্রতিস্থাপন;

খ. জীবিত মানুষের অঙ্গ অন্য কোন মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন;

গ. মৃত মানুষের অঙ্গ জীবিত কোন মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন।

উক্ত তিন প্রকারের বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক. নিজের শরীরের কোন অঙ্গ অন্যত্র প্রতিস্থাপন: অর্থাৎ রোগীর নিজ শরীরের এক স্থানের চামড়া, গ্রন্থি, হাড্ডি ইত্যাদি অন্য স্থানে প্রতিস্থাপন করা। সমসাময়িক আলিমগণ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শরীরের কোন ক্ষতি সাধন না করে এ জাতীয় প্রতিস্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন ১৭-২৩ শাবান ১৪১০হিজরীতে জিদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (বর্তমান ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা) অধিভুক্ত আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে 'মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিস্থাপন' বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ৫৪/৬/৫ এ বলা হয়েছে:

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.

যদি রোগীর নিজ শরীর তথা মূত্রগ্রন্থি (Adrenal gland) থেকে টিস্যু নেয়া হয় এবং তাতে ইমিউন সিস্টেম গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে, যেহেতু উক্ত কোষ একই শরীরের তবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাতে কোন অসুবিধা নেই (IIFA 2018)।

১৪০৫ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবিতাতুল আলাম আল-ইসলামীর অধিভুক্ত ফিকহ একাডেমীর ৮ম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে:

أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعه من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

মানুষের শরীরের কোন অংগ প্রতিস্থাপন বা সংযুক্ত করার জন্য নিজ শরীরের অংশ গ্রহণ, যেমন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শরীরের এক অংশে স্থাপনের জন্য অন্য অংশ থেকে চামড়া বা হাড় গ্রহণ করা (Rābita ND, 170)।

১৪০২ হিজরীর ২৫ শাওয়াল থেকে ৬ যুল কা'দাহ তারিখে তায়েফে অনুষ্ঠিত সৌদী আরবের বিদগ্ধ আলিমগণের সংগঠন "হাইয়াতু কিবারিল উলামা" এর ২০তম অধিবেশনে এক মানুষের অঙ্গ অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের বিধান পর্যালোচনান্তে উল্লেখ করা হয়:

وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه ، إذا دعت الحاجة إليه . وأمن الخطر في نزعه ، وغلب على الظن نجاح زرعه.

পর্যালোচনা ও মতবিনিময়ের পর মসলিস এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, জীবিত মুসলিম অথবা যিম্মীর শরীরের এক অঙ্গ বা তার অংশ নিজ শরীরের অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা বৈধ। যদি এমনটি প্রয়োজন হয়, এ কার্যক্রম ক্ষতির আশংকামুক্ত হয় এবং প্রতিস্থাপন সফল হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে (Al-Iftā' 2002, 7/41)।

১৪০৮ হিজরীর ১৮-২৩ জামাদিউল আখার তারিখে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি অধিভুক্ত আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমির অধিবেশনে জীবিত বা মৃত মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অন্য মানুষের উপকৃত হওয়া শীর্ষক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত (নং ২৬/8/১):

يجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.

মানুষের অঙ্গ শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রতিস্থাপন করা বৈধ এ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে যে, এই কার্যক্রম থেকে যে উপকার অর্জিত হবে তা উদ্ভূত ক্ষতির ওপর অগ্রগণ্য। তাছাড়া এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে ধ্বংস হওয়া অঙ্গের অস্তিত্বে আনয়ন, অথবা এর মূল আকৃতি বা মূল কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা, অথবা এর ত্রুটি দূর করা, অথবা এমন বিকৃতি মুছে ফেলা যা তাকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্ট দিচ্ছে (IIFA 2018A)।

অতএব উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মানুষের শরীরের কোন অংশ বা অঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রতিস্থাপন করা বৈধ।

খ. জীবিত মানুষের অঙ্গ অন্য কোন মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন: অর্থাৎ জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে অপরের দেহে সংযোজন করা। এর বিধানের ব্যাপারে সমসাময়িক আলিমগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

এক: জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ নয়

ড. হাসান আলী শায্‌লী, ড. আবদুস সালাম আব্দুর রাহীম, শাইখ শা'রাওয়ী, ড. আবদুর রহমান আদওয়ী, ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস এবং ড. মোস্তফা মুহাম্মদ যাহবী প্রমুখ মনে করেন, বিনিময়সহ অথবা বিনিময় ছাড়া কোনো অবস্থায়, চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও, জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে অপরের দেহে সংযোজন করা বৈধ নয় (Habibur Rahman 2013, 55-62)। যে সকল দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারা অবৈধ হওয়ার উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু (Al-Qurān, 4: 29)।

তিনি আরও বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۝

তোমরা নিজেরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা সদাচরণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন (Al-Qurān, 2: 195)।

এখানে মহান আল্লাহ মানুষকে আত্মহত্যা করতে এবং নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিপতিত করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের দেহের কোনো অঙ্গ অপরকে দান করবে, নিঃসন্দেহে সে অপরকে বাচাঁতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবে। অথচ তার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। শুধু নিজের হেফাজতের দায়িত্বই তাকে দেয়া হয়েছে (Al-Sukarī 1988, 107)।

২. মানুষের শরীরে কোনো অঙ্গ একটি থাক বা একাধিক থাক তা কেটে ফেলার মাধ্যমে অবশ্যই তার ক্ষতি হয়। মানবদেহের গঠনতত্ত্ব (Anatomy) অনুযায়ী মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নির্ধারিত কাজ আছে, অঙ্গচ্ছেদের ফলে মানবদেহ এ কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হয়, যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। অথচ কাউকে ক্ষতি করে উপকার গ্রহণ ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. মানুষের শরীর থেকে অপরের জন্য অঙ্গচ্ছেদন করা অপরের মালিকানাধীন সম্পদে এক ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ। কেননা মানুষ তার দেহ কিংবা দেহের কোনো

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয়, এর প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। মিসরের বর্তমান রাষ্ট্রীয় মুফতী ড. আলী জুম'আ মুহাম্মদ বলেন, আমি মনে করি, মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ হবে না। ক্রয়-বিক্রয়, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি মালিকানার শর্তেই বৈধ হয়। কিন্তু মানুষ তো তার দেহের মালিক নয়, এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এ কারণে মানুষের জন্য আত্মহত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ। তাই অপরের মালিকানাধীন দেহ এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় ও উপহার-উপঢৌকনের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা মানুষের জন্য বৈধ নয় ('Ali Jum'ah 2007, 297)।

দুই: জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ

প্রাক্তন শাইখুল আযহার ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ আত-তানতাভী, আযহারের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ড. আহমদ ওমর হাশিম, আয্হারের ফাতওয়া বিভাগের সাবেক প্রধান শাইখ আতিয়া সাকার এবং ড. মুহাম্মদ আলী আল-বারসহ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ আলিম এবং ফিকহ একাডেমিসমূহ শর্তসাপেক্ষে জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ মনে করেন। যে সকল দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারা জায়েয হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. যদিও মানুষ তার দেহের সত্যিকার মালিক নয় তবুও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দেহ থেকে সঠিক উপায়ে উপকৃত হওয়ার অধিকার তাকে প্রদান করেছেন। শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় যেমন নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ, আত্মহত্যা ইত্যাদি এড়িয়ে স্বাধীনভাবে নিজের দেহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। তাই মানুষের রক্ত, চামড়া বা এমন কোনো অঙ্গ যার অবর্তমানে তার তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তার জীবনও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না, বিপরীতে তা একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির মধ্যে জীবনের সঞ্চার করতে পারে, এ ধরনের হস্তক্ষেপ শুধু বৈধ নয়, বরং রীতিমত প্রশংসনীয়ও বটে। ইসলামে জিহাদের আবশ্যকতা এর বড় প্রমাণ। আহত নিহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ এর থেকে বড় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা আবশ্যক করেছেন। এমনিভাবে ইসলাম মানুষকে অপরের বিপদ-আপদে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয় এবং একে মহৎ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও এখানে উদ্ধারকারী ব্যক্তির ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান (Zād al-Hoque ND, 2/316)।

২. প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরুপায় অবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করা বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

যে সব জিনিস নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায় হারাম করা হয়েছে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন (Al-Qurān, 6: 119)।

ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে, মানুষ সম্মানিত এবং জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা যাবে না, কিন্তু প্রয়োজনের নিরিখে অপর মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে তার অঙ্গ স্থানান্তর করা যাবে। প্রয়োজন হারাম জিনিসকে হালাল করে দেয়। বড় কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সামান্য ক্ষতিকে সহ্য করতে হবে। তাই কোনো মানুষের অঙ্গ স্থানান্তরের মাধ্যমে যদি অপর মানুষের বড় কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় তাহলে তার বৈধতার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই। অভিজ্ঞ ডাক্তারই এ ক্ষেত্রে তুলনা করতে পারবে (Saqar ND, 1/352)।

৩. মানুষের অঙ্গ স্থানান্তরের মাধ্যমে মানব সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির সুবাতাস প্রবাহিত হয় (Al-Bār 1994, 137)।

উপরিউক্ত দুটি অভিমতের দলীল প্রমাণ ও আধুনিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দ্বিতীয় মত তথা জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ হওয়া প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিবেচিত হয়।

গ. মৃত মানুষের অঙ্গ জীবিত কোন মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন

অর্থাৎ মানুষ মারা গেলেও যেসব অঙ্গের কার্যকারিতা চলমান থাকে মৃতদেহ থেকে তা কর্তন পূর্বক মুখাপেক্ষী জীবিত কোন মানুষের দেহে সংযোজন করা। এর বিধানের ব্যাপারেও দুটি মত পাওয়া যায়।

এক: মৃতের অঙ্গ গ্রহণ করে জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ নয়

যারা জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনপূর্বক অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ মনে করেন না তাদের অধিকাংশই একই দলীলের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ মনে করেন না। তবে কিছু কিছু আলিম জীবিত মানুষ থেকে অঙ্গ গ্রহণ অবৈধ মনে করলেও শর্তসাপেক্ষে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ড. হাসান আল-শায্লী, ড. আব্দুস সালাম সুকারী, ড. আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস প্রমুখ (Habibur Rahman 2013, 67)।

দুই: মৃতের অঙ্গ গ্রহণ করে জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ

শাইখ ড. যাদুল হক আলী যাদুল হক, ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাভী, ড. হাসান আল-শায্লী, ড. আবদুর রাহীম আবদুস সালাম, ড. আবদুল ফাত্তাহ মাহমুদ ইদ্রীস প্রমুখ আলিম ও অধিকাংশ ফিকহ বোর্ডের মতে যদি মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গের মাধ্যমে জীবিত ব্যক্তির কোনো উপকার সাধন সম্ভব হয়, তবে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তর করে জীবিত ব্যক্তির দেহে তা সংযোজন করা বৈধ হবে। যেসব দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তারা মৃত ব্যক্তি থেকে অঙ্গ স্থানান্তরের বৈধতা দেয়া হয় তা নিম্নরূপ:

১. মৃত থেকে জীবিত ব্যক্তির জন্য অঙ্গ স্থানান্তর চিকিৎসার নিমিত্তেই করা হয়। সার্বিকভাবে চিকিৎসা ইসলামী আইনে কাঙ্ক্ষিত এবং অনুমোদিত (Al-Bār 1994, 164)।

২. যদিও ইসলাম মানুষকে মৃত অবস্থায়ও মর্যাদার আসন দিয়েছে তথাপি প্রয়োজনের তাগিদে একজন জীবিত মানুষের শরীরে সংযোজন করে তাকে বাঁচানোর লক্ষ্যেই মৃত মানুষের অঙ্গ সংগ্রহ করা ইসলামের নীতিমালা অবৈধ হবে না। এর মাধ্যমে বড় ক্ষতিকে অপসারণের লক্ষ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বরণ করে নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি হচ্ছে, জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর আশংকা এবং ছোট ক্ষতি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্মানহানি করা। নিঃসন্দেহে জীবিত মানুষের সম্মান ও জীবনের মর্যাদা মৃত মানুষের সম্মান ও মর্যাদার তুলনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

৩. অধিকাংশ মুসলিম আইনবিশারদদের দৃষ্টিতে অপরের ভক্ষিত সম্পদ বের করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির পেট বিদীর্ণ করা বৈধ হবে যদিও তাতে মৃতের মর্যাদার হানি ঘটে। এরূপ করা যদি বৈধ হয় তাহলে একটি জীবন বাচাঁনোর ন্যায় মহৎ কাজের জন্য তার অঙ্গ সংগ্রহ করা অবশ্যই বৈধ হবে যদিও তাতে তার মর্যাদার হানি হয় বলে মনে হয় (Ibn ‘Ābidīn 1984, 1/840; Al-Nawāwī, 5/301; Al-Dasūqī, 1/376; Ibn Qudāma, 2/413)।

৪. হানাফী (Ibn ‘Ābidīn 1984, 1/628)[৪], শাফিঈ (Al-Nawāwī, 5/300)[৫] ও হাম্বালী (Ibn Qudāma 1421H, 2/551)[৬] মাযহাবের কতিপয় ফকীহ ও ইবন হাযম যাহেরী (Ibn Hazm ND)[৭] প্রমুখের মতে কোনো মৃত মহিলার গর্ভে যদি ছয় মাসের অধিক বয়সের সন্তান থাকে এবং তার বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রবল ধারণা অর্জন করা যায়, তাহলে মৃত মহিলার পেট বিদীর্ণ করে সন্তান বের করা বৈধ হবে। জীবনের মর্যাদা মৃতের মর্যাদার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এমনিভাবে যদি ডাক্তারের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কোনো জীবনকে মৃতের কোনো অঙ্গের

৪. قال ابن عابدين في حاشيته: "حامل ماتت و ولدها حي يضطرب، يشق بطنها من الأيسر و يخرج ولدها، ولومات الولد في بطنها وهي حية و خيف على الأم قطع (الولد) و أخرج، بخلاف ما لوكان حيا أي إذا كان حيا لا يجوز تقطيعه".

৫. إذا ماتت إمرأة و في جوفها جنين حي يشق جوفها لأن استبقاءه بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا ما اضطر إلى أكل جزء من الميت".

৬. وجاء في المغني لابن قدامة:يحتمل أن يشق بطن الأم (أي الميتة) إن غلب على الظن أن الجنين يحيا".

৭. قال ابن حزم في المحلى: "ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا و يخرج الولد، لقول الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا)، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس".

মাধ্যমে বাঁচিয়ে তোলার সম্ভাবনা পাওয়া যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে মৃতের অঙ্গ সংগ্রহ করা বৈধ হবে।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপন বৈধ, একইভাবে মৃত মানুষের অঙ্গ নিয়ে জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন বৈধ হওয়ার মত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বরং মৃত মানুষের অঙ্গ নিয়ে জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন আরও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কম ঝুঁকিপূর্ণ ও সহজসাধ্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ইসলামী নীতিমালা

যারা বিভিন্ন আঙ্গিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা ঢালাওভাবে এ কাজ করার অনুমতি দেননি; বরং একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে তা সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। নিম্নে সমসাময়িক ফকীহগণ প্রদত্ত এ সংক্রান্ত নীতিমালা উল্লেখ করা হলো:

জীবিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিমালা (Habibur Rahman 2013, 59-60)

- অঙ্গ দানকারীর সন্তুষ্টচিত্তে এ কাজ করতে হবে। তাকে প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে;
- অঙ্গ নেয়ার পর অঙ্গ দানকারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটে এ ধরনের ক্ষতি হতে পারবে না। এ কারণে যে অঙ্গ নিলে তার প্রাণহানি ঘটবে যেমন হার্ট ইত্যাদি, এমন অঙ্গ নেয়া নিঃশর্তভাবে জায়েয হবে না। এমনিভাবে যে অঙ্গগুলো একক সেগুলো নেয়া যাবে না, কারণ এগুলো নেয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু না ঘটলেও শরীর তার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে না;
- অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপনই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় বলে বিবেচিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রাথমিক অন্যান্য যাবতীয় উপায় প্রয়োগ করে দেখতে হবে;
- যার জন্য অঙ্গ সংগ্রহ করা হচ্ছে সে এ ক্ষেত্রে নিরুপায় হতে হবে। অর্থাৎ এভাবে না করলে তার প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকবে;
- স্থানান্তর ও সংযোজন উভয় অপারেশনের সফলতা সম্পর্কে সাধারণত নিশ্চিত হতে হবে অথবা সফলতার হার ব্যর্থতার চেয়ে বেশি হতে হবে। তাই পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের উপর এ ধরনের অপারেশন চালানো বৈধ হবে না;
- এ ধরনের অঙ্গ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের মান-মর্যাদার হানি ঘটে;

- অনেকে এমনও শর্তারোপ করেছেন যে, তা এমন অঙ্গ হবে যা চিকিৎসার জন্য এমনিতেই তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, কিন্তু এর মাধ্যমে অন্যের উপকার সাধন সম্ভব। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তার শরীরের অঙ্গটি কবরস্থ না করে অন্যের উপকারে লাগানোই উত্তম হবে ।

উপর্যুক্ত শর্তাবলীর আলোকে জীবিত মানুষের জন্য তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিময় ছাড়া শুধুমাত্র দান হিসেবে প্রদান ও গ্রহণ করা বৈধ হবে। এটাই অধিকাংশ আধুনিক মুসলিম ফকীহ ও ফিক্‌হ একাডেমী, ফতোয়া বোর্ডসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (Zād al-Hoque 1979, 1323; Al-Bār 1994, 137)

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ স্থানান্তর বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

- যার জন্য অঙ্গ সংগ্রহ করা হচ্ছে তাকে নিরুপায় হতে হবে। অর্থাৎ এ অঙ্গের মাধ্যমে চিকিৎসা না করলে তার প্রাণহানি অথবা উল্লেখযোগ্য বড় কোনো ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকবে;
- মানবদেহ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া গেলে, যার মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব অর্থাৎ যদি এমন কোনো প্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পাদন করা সম্ভব, তাহলে মৃত মানবদেহ থেকে তা সংগ্রহ করা জায়েয হবে না;
- চিকিৎসার জন্য এটাই একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে;
- মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ ও অনুমতি সন্তুষ্টচিত্তে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়াত করে যেতে হবে। অন্যথায় মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। যদি অজ্ঞাত লাশ হয় এবং কোনো আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধির সন্তুষ্টিই যথেষ্ট হবে। অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় কোনো বাধ্য-বাধকতা ছাড়া সন্তুষ্টচিত্তে হতে হবে;
- মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহের অনুমতি সম্পূর্ণভাবে বিনিময় ছাড়া নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির স্বার্থেই সওয়াবের আশায় হতে হবে। মানবদেহ জীবিত ও মৃত কোনো অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়;
- মৃত ব্যক্তি থেকে অঙ্গ নেয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হওয়ার ব্যাপারে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হতে হবে। অন্যথায় জীবিত ব্যক্তির উপর আক্রমণের অপরাধে অপরাধী হবে। (Habibur Rahman 2013, 65)

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে গেলে বা এমন কোন সমস্যা হলে যার কারণে উক্ত অঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন, প্রাণীর অঙ্গ মানব দেহে স্থাপন, জীবিত বা মৃত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন। ইসলামী শরীয়াত সর্বক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয় বিধায় উপর্যুক্ত প্রতিটি ধরনেরই অনুমোদন দেয়। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য করে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার দেহের কোন অঙ্গ বিক্রয় করা বৈধ না হওয়ায় অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে জীবিত বা মৃত কোন মানুষের অঙ্গ বিক্রয় করা যাবে না।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash‘as. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.).* Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

al-Bahūtī, Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs. 1402H. Kashshāful Qannāʿ ʿan Matanil Iqnāʿ. 6 vols. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Bār, Muhammad ‘Alī. 1994. Al-Mawqaf al-Fiqhī wa al-Akhlāqī Min Qadiyyati Zar‘ al-‘Ada’. Beirut: Al-Dār al-Shāmiyyah.

Al-Dusūqī, Muhammad Ibn Ahmad. ND. Hāshiah al-Dusūqī ‘Ala al-Sharh al-Kabīr. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Hattāb, Muhammad Ibn Muhammad. 1995. Mawāhib al-Jalīl li Sharh Mukhtasar al-Khalīl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

‘Alī Jum‘ah, Mohammed ‘Abd al Wahhāb. 2007. Al-Kalim al-Taiyeb : Fatāwā ‘Asriah. Cairo: Dār al-Salām.

Al-Iftā, Al-Riyāsat al-‘Āmmah li al-Buhūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā. 2002. Abhāth Haiyah Kibār al-‘Ulamā. Riyadh: Al-Riyāsat al-‘Āmmah li al-Buhūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā. 7/41, available at http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagena

me=ar&View=Page&PageID=673&PageNo=1&BookID=1, browsed on 01.10.2018.

Al-Jarīsī, Khālid Ibn ‘AbdurRahman (ed.). 1999. Al-Fatāwā al-Shar‘iyyah Fī al-Masā'il al-‘Asriyyah Min Fatāwā ‘Ulamā’ al-Balad al-Haram. Riyadh: Muassisah al-Jarīsī.

Al-Kāsānī, Abū Bakr Mas‘ūd Ibn Ahmad. ND. Badaī‘ al-Sanaī‘ Fi Tartīb al-Sharaī‘. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābī.

Al-Mardāwī, Ala al-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Sulaiman. 1377H. Al-Insāf Fī Ma‘rifati al-Rājih Min Al-Khilāf. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Nasāyī, Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad Inb Shu‘aib Ibn ‘Alī. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muhī al-Dīn Sharf. 1991. Rawdah al-Tālibīn wa Umdat al-Muftieen. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Sukarī, ‘AbdusSalam ‘AbdurRahim. 1988. Naql wa Zarā‘at al-‘Ada’ al-Admiyyah Min Mandhūr Islāmī. Cairo: Dār al-Manār.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. 1417H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif.

Busahiyyah, Al-Saih. 2016. "Al-Afāq al-Mustaqbaliyyah linaqli A‘da’ al-Haywān Ila al-Adāmī". Majallah Jāmi‘ah al-Quds al-Maftūhah lil Abhāth wa al-Dirasāt. Vol. 39, Issue 1, pp 167-198.

Habibur Rahman, Muhammad. 2013. “Manobdeher Ongo Protango Sthanantor O Songzojon : Islami Dristivongi”. *Islami Ain O Bichar*. Vol. 9, Issue 34, April-June 2013, pp 43-69.

Hoque, Muhammad Tazammul. 2012. “Islami Aine Ongo Protango Dan O Songzojon : Prekkhit Bangladesh”. *Islami Ain O Bichar*. Vol. 8, Issue 29, January-March 2012, pp 39-70.

Ibn ‘Ābidīn, Muhammad Amīn Ibn ‘Umar. 1984. Radd al-Muhtār ‘Ala al-Durr al-Muhtār. Beirut: ‘Ālim al-Kutub.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muhammad Ibn ‘Abd al-Wāhid. 1415H. Fath al-Qadīr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd. ND. Kitab al-Muhallā bi'l Athār. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Nujaim, Zain al-Dīn. 2002. Al-bahr al-Rāeq. India: Zakaria Book Dipu.

Ibn Qudāmah, ‘Abdullah Ibn Ahmed. 1421H. Al-Muqnī‘. Jeddah: Maktaba al-Wādī.

IIFA, International Islamic Fiqh Academy, OIC. 2018. http://www.iifa-aifi.org/1794.html, seen on 19/11/2018.

IIFA, International Islamic Fiqh Academy, OIC. 2018A. http://www.iifa-aifi.org/1698.htm

Muhammad, ‘Usrī al-Sayyed. 2000. Mawsu‘āt al-A‘māl al-Kāmilah Li al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah : Jāmi‘ al-Fiqh. Al-Mansūrah: Dār al-wafā.

Multaqa Fiqhī, The Message of Islam. 2013. “Fatāwā wa Qarārāt al-Tabarru‘ Bil A‘dha’ Lisālihi al-Mardhā al-Muhtājīn Lahā”. http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6130, retrived on 1/11/2018.

Saqar, ‘Atiah. ND. Ahsan al-Kalam Fī al-Fatāwā. Cairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah.